সব বাধা ভেঙে পড়লো কিছুক্ষনের মধ্যেই

হিফজুর রহমান

মালাকরহীন কাননে ডালিয়া নিলাঞ্জনা - ১৭

আগের সংখ্যাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন

প্লেনে জামাই আদরে খেয়ে পেট ভরে থাকার পরও ডালিয়ার অত্যাচারে আবারো খেতে বাধ্য হলো দেবাশীষ। কিছুতেই কোন কথা শুনবেনা সে, সেই আদি ও অকৃত্রিম জেদি ডালিয়া। কি আর করবে! জিনের গ্লাসটা তাড়াতাড়ি শেষ করে খেতে বসে গেল মেঝেয় পাতা সতরঞ্চির ওপরই। কাপড় আর বদলালোনা। বড্ডো আলসেমি লাগছিল, তাই এখন আর স্যুটকেস খোলার ঝক্কিতে গেলনা ও। চট জলদি চারটা খেয়ে নিয়ে আবারো জিনের গ্লাসটা ভরে নিল, সঙ্গে চলতে লাগলো সুলতানের গান। সিডনি সময় রাত প্রায় বারোটা বেজে গেছে। কাল ডালিয়া হোটেলের কাজে যাবেনা। ছুটির দিন, তবে কাজ করলে অনেক ওভারটাইম পেতে পারতো। ও যাবেনা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে তাই দেবাশীষ আর ওকে ঘাঁটালোনা। মেঝেয় বসেই পেছনের সোফাটার গায়ে হেলান দিয়ে বসলো ও। মুরগীর মাংস দিয়ে ভাত খেয়েছে ওরা। সঙ্গে ঘন ডাল আর আলু ভর্তা।

প্লেটগুলো তুলে নিয়ে সিঙ্কে রাখতে চেয়েছিল দেবাশীষ। ডালিয়া ওক চোখ পাকিয়ে আবারো ধমকে উঠলো, 'খবরদার, এটা আমার ডোমেইন। কোন কাজ তোমাকে করতে হবেনা।' বলেই রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে একটু কৃত্রিম ঝা*ঝের সাথে বললো, 'আজ সারারাত ওগুলোই গিলবে না একটু ঘুমোবেও। একটা রাততো ঘুমোওনি, তোমারতো আবার প্লেনে ঘুম হয়না সহজে।' মনে রেখেছে সব কথা ডালিয়া।

একটু শ্রাগ করে বললো দেবাশীষ, 'নাঃ বেশি আর গিলবো কি করে? বোতল তো মাত্র একটাই।'

'তাও ভালো, বেশি বোতল আনোনি।' বলেই কিচেনে ঢুকে পড়লো ও।

মাথাটা একটু ঝিম ঝিম করছে দেবাশীষের। দীর্ঘ ভ্রমন, তারপরে জিন অ্যান্ড টনিক এবং সেই সঙ্গে সুলতানের "পিয়া বাসন্তিরে..." সব মিলিয়ে যেন গুবলেট হয়ে গেছে সব কিছু।

আবার ঢাকায় ফিরে গেল দেবাশীষের চিন্তা। অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা হবার আগে অর্পিতা খুব একটা কিছু জিজ্ঞেস করেনি ওকে। তবে, একা ছুটি কাটাতে যাচ্ছে শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে ও। কারণ, যে কোন পরিস্থিতিতেই দেবাশীষ একা একা কখনোই বিদেশে ছুটি কাটাতে যায়নি। রাগারাগি থাকুক, হাজার ঝগড়া হোক ওদের মধ্যে তবুও ছুটি কাটাতে দেশে বা দেশের বাইরে যেখানেই যাবার কথা হোকনা কেন দেবাশীষ ওকে আর অর্ককে ছাড়া কোথাও যায়নি। এবারই প্রথম। এমনিতেই গত একবছর ধরে খুব একটা স্বাভাবিক দেখছেনা ওকে অর্পিতা। এনিয়ে অবশ্য ও কোনপ্রকার ন্যাগিংও করেনা। কিন্তু, সংসারে একরকম অস্বস্তিই ঘিরে ছিল অ্যাতোদিন। এরই মধ্যে দেবাশীষ হঠাৎই ঘোষনা দিয়ে বসলো যে ও ছুটিতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া প্রায় একমাসের জন্যে।

নিজেই বাজার করতে পছন্দ করে দেবাশীষ। তাই ঘুরে ঘুরে একমাসেরও বেশি সময়ের জন্যে বাজার করলো ও, যাতে করে অর্পিতাকে বাজারে যেতে না হয়। মাংসটাও কিনে দিয়ে গেছে যা তাতে প্রায় ওইরকমই হয়ে যাবে। আর ওর খুব নির্ভরযোগ্য মাছওয়ালা রাখাল মাছ দিয়ে যাবে নিয়মিত। রাখাল টাকা নিয়ে চিন্তা করেনা মোটেও। জানে, এই সাহেব টাকা আটকে রাখেননা। আবার দেয়ার সময়

বেশিই দেন। তাই ও সবসময়ই দেবাশীষ না করলেও বিনা বাক্যব্যয়ে ানেক মাছ কেটে-কুটে একেবারে ফিজে বা ডিপফ্রিজে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। টাকার কথা মুখ ফুটেও বলেনা একবারো। মোটামুটি সংসারটা গুছিয়ে দিয়েই এসছে দেবাশীষ। অর্পিতার কাছে ওর দুটো ব্যাংকেরই এটিএম কার্ডও রেখে এসেছে যাতে করে কোনই অসুবিধে না হয়।

তারপরও....। চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায় দেবাশীষের ডালিয়ার কথায়। 'কি ঘুমোতে হবেনা? আজ আর কোন কথা নয়। কাল সব কথা বলবো।'

'তুমি ঘুমোতে যাও, আমিও উঠছি।'

আগেই কথা হয়েছিল, ডালিয়া ঘুমোবে ভেতরের বেডরুমটাতে আর দেবাশীষ ঘুমোবে সামনের ঘরে ডালিয়ার বিছানায়। ডালিয়া ওর জায়নামাজটা নিয়ে চলে যায় ভেতরের ঘরটাতে। যাবার সময় বলে যায়, 'তুমি তাড়াতাড়ি সারো। আমি নামাজটা পড়ে আবার এসে তোমার বিছানা করে দিয়ে যাবো।'

আবার সুলতান ভর করে দেবাশীষের মাথায়, "পিয়া বাসন্তিরে কাহে পুকারে আ যা....." গ্লাসটা শেষ হয়ে যেতে ারেক দফা জিন ঢালে ও। টনিক শেষ হয়ে গেছে। উঠে গিয়ে ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা পানি ঢেলে নেয় ও। সঙ্গে স্লাইসড লেমন। চুমুক দিতে দিতে ড্রয়িংরুম কাম বেডরুমে এসে পৌঁছে। আবারো হেলান দেয় সোফায়। একবার ভাবে ডালিয়া কি করছে দেখে আসে। তারপর ভাবলো, নাঃ নামাজ পড়ার সময় বিঘ্ন ঘটে যাবে। ওদিকটা একেবারে নিরব। দুই ঘরের মাঝে করিডোর, আবার মাঝখানেই বাথরুম। ওঘরটায় দরজা আছে। এঘরে নেই। এখন অবশ্য ওঘরটা অন্ধকার এবং দরজাটাও একটু ভেজানো।

আবারো জিনে এবং সুলতানের গানে মন ডোবায় ও। প্লেয়ারে সুলতানের গানটাতে রিপিট দিয়ে রেকেছে যে রেখেছেই। আজ যেন এই গানটা ছাড়া আর কোন গান শুনবেনা ও। একটা ঘোর ঘোর ভাব লেগে আসছে ওর মধ্যে। সোফর ওপরই এলিয়ে পড়ে যেতে চাইছে যেন ওর শরীরটা। অনেক দিনের ক্লান্তিতে হঠাৎ করেই এখন শরীরটা ছেড়ে যেতে চাইছে যেন। নাঃ অনেকখানিই পান করা হয়ে গেছে ওর। ক্লান্ত শরীরে অ্যাতোটা ধকল না সইবারই কথা। এরই মধ্যে আবারো ওর মনের মধ্যে প্রশ্ন বেসে উঠতে লাগলো, ডালিয়া আবার ওকে ডাকলো কেন? আর সেই বা আবার ডালিয়ার ডাকে ছুটে আসতে গেল কেন? এখনো কি ওর মনে "সেই চেনা সূর..." বেজে উঠতে চাইছে? যে সূর ডালিয়া ভেঙে খানখান করে দিয়েছিল এক বছরেরও বেশি সময় আগে সেই সূরের টানেই কি সে ছুটে এসেছে সিডনিতে? আবার রিন রিন করে "পিয়া বাসন্তিরে...." বেজে ওঠে ওর মাথায়।

একসময় হাত থেকে গ্লাসটা ছুটে পড়ে যায় মেওেঝতে সতরঞ্চির ওপর। কখন যেন ওর হাতটা আলগা হয়ে আসে। ভাগ্যিস গ্লাসটা খালি ছিল। নইলে সতরঞ্চিটার সৌন্দর্য বরবাদ হয়ে যেত। অবশ্য এরকম কতো সৌন্দর্যইতো বরবাদ হয়ে যায়। গ্লাসটা আবার তুলে নিতে গিয়ে চমকে ওঠে ও।

'আর ধরতে হবেনা গ্লাসটা। অনেক হয়েছে।' তীক্ষ্ন স্বরে বলে ওঠে ডালিয়া। কখন ও নামাজ পড়ে এসেছে দেবাশীষ তা টেরই পায়নি। আধো আলোয় মাথায় ওড়না দেয়া ডালিয়াকে এখন অতি অপরূপা মনে হচ্ছে।

'নামাজ পড়া শেষ হলো,' একটু জড়ানো কণ্ঠেই প্রশ্ন করে দেবাশীষ।

'না, বিতরটা পড়ে আসিনি,' বলে ডালিয়া এবার স্বাভাবিক কণ্ঠে। 'এবার ঘুমোও দেব, আর খেওনা। আমি তোমার বিছানা করে দিচ্ছি।'

'আচ্ছা।' একান্ত বাধ্যগতের মতো মাথা নাড়ে দেবাশীষ। তারপর দেখতে থাকে ডালিয়া

বেডস্প্রেডটা তুলে নিচ্ছে। বিছানার চাদরটা অতি হালকা গোলাপি। বালিশ দুটোর একটা গোলাপি, একটা হালকা নীল। নিচেয় রাখা বেডল্যাম্পের আলোয় আরো মায়াবি হয়ে ওঠে বিছানাটা।

'কাপড়টা কি বদলাবেই না?' ডালিয়া প্রশ্ন করে।

'ন..নাহ্,' জবাব দেয় দেবাশীষ।

'শার্ট প্যান্ট পরেই শোবে, কোন অসুবিধে হবে না?'

'না, এরকম অভ্যেস আছে আমার। কাল দেখা যাবে।' মাথাটা একটু পরিষ্কার হয়ে আসে যেন দেবাশীষের।

'আচ্ছা এবার ঘুমোও। ঠান্ডা লাগলে পায়ের কাছের চাদরটা টেনে নিও। অবশ্য এখন সিডনিতে অনেক গরম। বারান্দার দরজাটা খোলা রেখে দিয়েছি ওইজন্যে।' বিবৃতি দেয় যেন ডালিয়া।

বিছানার দিকে এগোয় দেবাশীষ। ডালিয়ার উদ্দেশে বলে, 'এবার তুমিও যাও। আমি ঘুমোচ্ছি। নট ট্যু ওরি।'

ডালিয়া চলে গেছে বেশ কিছুক্ষনই হয়ে গেল। নরোম বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই সব ক্লান্তি আর ঘুম সবই যেন ছুটে পালালো। ডালিয়া যাবার আগে প্লেয়ারটা বন্ধ করে দিয়ে গেছে। দেবাশীষ হাত বাড়িয়ে বেল্যাম্পেরও সুইচটা অফ করে দেয়। বাইরের স্ট্রীট লাইটের একটা রেখা এসে পড়ে ওর বিছানার ওপর জানালার ফাঁক গলে। ওই আলো বেয়েই আবার ঢাকায় ফিরে যায় দেবাশীষ। এখন প্রায় সকাল হতে চলেছে ঢাকায়। আজ একটু ভোরেই উঠবে কি অর্পিতা? অর্ককে রেডি করে দিতে হবে স্কুলে যাবার জন্যে। আজ শুধু ড্রাইভার অপুর ওপর অর্ককে ছাড়বেনা ও। নিজেও যাবে। অপু অত্যন্ত বিশ্বাসী হলেও অর্ককে কখনোই একা ওর হাতে ছাড়তে চায়না অর্পিতা। এখানে মাতৃস্নেহের প্রাবল্যের সাথে কোনরকম লড়াই করতে চায়না দেবাশীষ। একবার জানতে ইচ্ছে করে, অর্পিতা কি এখন ওর কথা ভাবছে? আবার সিডনিতে ফিরে এলা ওর ভাবনা। ডালিয়াকে একেবারেই স্বাভাবিক আর নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে। ও কি একবারো ওর সন্তানকে মিস করে না? আর ওর স্বামীর সাথে এখন ওর সম্পর্ক কি? ওর মা-বাবা, ভাই-বোন সবাইকে ছেড়ে এই প্রায় একটা বছর কাটিয়ে দিল কি করে ও? এসব আবোল তাবোল চিন্তার মধ্যেই কখন নিদ্রা দেবী ওর চোখে ভর করলো বুঝতেই পারলোনা দেবাশীষ।

কপালে আলতো হাতের ছোঁয়া লেগে ঘুম ভেঙে গেল দেবাশীষের। চোখ মেলেই দেখে ঘরটায় আবছা আলো। সামনেই ওর ওপর ঝুঁকে আছে ডালিয়া। দেবাশীষ ভাবলো, সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু, মুহূর্তেই ভুল ভাঙলো ওর। বেড ল্যাম্পটা আবার জ্বলে ওঠায় ঘরটা আবছা আলোময় মনে হচ্ছিল।

'কি ব্যাপার?' বাঁ কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একটু কাত হয়ে উঠলো দেবাশীষ। ডালিয়াকে খুব স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না।

আবারো জিজ্ঞেস করে ও, 'কি ব্যাপার, ঘুম আসছেনা?'

'কি করে আসবে বলো,' কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে ওঠে ডালিয়া।

'কেন কি হয়েছে?'

'আর প্রশ্ন করতে হবেনা। সরো, আমাকে জায়গা দাও।'

'সে হয়না।' বাধা দিতে গিয়েও ব্যর্থ হয় দেবাশীষ। ততোক্ষণে বিছানার অর্ধেকটার দখল নিয়ে প্রায় ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে ডালিয়া।

ওর বুকের ওপর মুখটা ঘষতে ঘষতে বলে ও, 'আমি একা শুতে পারবোনা দেব। তোমার বুকে একটু জায়গা দাও।'

সব বাধা ভেঙে পড়লো কিছুক্ষনের মধ্যেই। ঘরটার ওপর যেন কালবোশেখির ঝড় ভর করলো। আবার থেমে গেল একসময়। শুধু ডালিয়ার ফোঁপানির শব্দ বাজ্ময় করে তুলতে রাগলো পুরো অ্যাপার্টমেন্টটাকে।' চলবে - - -

---

হিফজুর রহমান, ঢাকা, ১৩/০৪/২০০৭